Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্ম প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 18th May. 1960 { ১ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

C. P. Servi

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

...াতে কাটা

...ক্ষ পৈতা

...সে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

জঙ্গিপুর সংবাদের সাতচল্লিশতম বর্ষ প্রবেশ

জঙ্গিপুর সংবাদ তাহার ৪৬ ছেচল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৪৭ সাতচল্লিশ (সপ্তচত্বারিংশত্তম) বৎসরে পদার্পণ করিল। এই ক্ষুদ্রতম সাপ্তাহিক প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বাঁচিয়া আছে, ইহার জন্য আমরা গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও পৃষ্ঠপোষক-গণের নিকট আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। সাপ্তাহিক পত্রের উপর দুই দুইটি মহাযুদ্ধের প্রকোপজনিত মহার্ঘতা সত্ত্বেও ইহার জন্মকাল হইতে বাৎসরিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকার কিছুমাত্র বৃদ্ধি করা হয় নাই। নয়া পয়সার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাৎসরিক ডাক মাশুল ৶১০ আনা স্থলে ১৲ লাগিতেছে বলিয়া বাৎসরিক ২৲ স্থলে দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আশা করি আমাদের গ্রাহকবৃন্দ এই সুদীর্ঘকাল ইহাকে যে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন জঙ্গিপুর সংবাদ তাহাতে বঞ্চিত হইবে না।

"লাথির ঢেঁকি চুমোয় ওঠে না"

—০—

ঢেঁকিতে ধান ভানিতে হইলে তার পেছন দিকে পায়ের চাপ দেওয়া দরকার। যদি কেহ ঢেঁকিকে নারদ মুনির বাহন জ্ঞানে তার মুখের দিকে চুম্বন করিয়া বলে—"প্রভু ঢেঁকি! আমার ধানগুলি ভানিয়া দাও"—ঢেঁকি নড়িবেও না। যখন তার পেছনে লাথির উপর [illegible] ক্রমাগত লাথি চালাও দেখি[illegible] [illegible]ধন হইয়াছে। ভারত তথা [illegible]

পর সাধারণের ভোটে আইন সভা সমূহের সভ্য—(১) এম. পি (২) এম. এল. সি. (৩) এম. এল. এ নির্ব্বাচিত হইয়া কি ছিলাম কি হলাম, রে ভাই! কি ছিলাম কি হলাম ভাব দেখাইয়া নিজেদের অতি-মানব মহা-মানব মনে করিয়া ধরাকে শরা (মাটির শরা) বলিয়া মনে করে। এই তেজ মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য এদের উদ্ভব হয় আপনাদের প্রদত্ত ভোটের আধিক্যে। এই সব সভ্যের মধ্যে অসভ্য নিরক্ষরের অভাব নাই। সভ্য হিসাবে সকলের কদর সমান।

পাঁচ বৎসর পরে যখন ঐ সব আইন সভার সভ্যদের ঢেলে নূতন ক'রে সাজা হয়, দাম্ভিক মেজাজীদের দাম তখন হয় 'ভিক' অর্থাৎ যাদের কথা কইতে ঘৃণা বোধ করিত, তাদের দ্বারে দ্বারস্থ হ'য়ে—একটি ভোটের জন্য—

কত শিক্ষাভিমানীর ভিক্ষা করে,
(চলে) লক্ষপতি দীনে লক্ষ্য ক'রে।

দেশে যেমন যাত্রার দল থাকে, যেমন রায় কোম্পানী, সাঁতরা কোম্পানী, শা কোম্পানী; এদেরও তেমন দল আছে—কংগ্রেস (ইংরেজ এদের হাতে অনেক টাকা শুদ্ধ দিল্লীর মসনদ ছাড়িয়া দিয়া যান); কৃষক প্রজা, আর. এস. পি, জনসংঘ, কমিউনিষ্ট ইত্যাদি। দিল্লীর মসনদ কংগ্রেস দলই দখল করিয়া আছেন। তাঁরা অনেক রাজ্য সরকারের হাতে সমস্ত দেশকে ভাগ ভাগ করিয়া দিয়াছেন। সব রাজ্য সরকারই কংগ্রেসী। একবার কমিউনিষ্ট দল কেরালা রাজ্যে সরকারী তক্ত কিছুদিনের জন্য দখল করিয়াছিল। পরে কংগ্রেস দল দিল্লীর মসনদে বসিয়া তাঁহাদের ত্যক্ত তক্ত ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আমাদের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য স্বাধীনতার জন্মদাতা কংগ্রেসী দলের দখলেই আছে। সামান্য কিছুদিনের জন্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ইনি রোগ দেখা ডাক্তার নন। তারপর রোগ আরাম করা ডাক্তার স্বনামধন্য স্বরাজ্য দলের সুরেন্দ্রবিজয়ী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। মুখ্যমন্ত্রী পদে অনুষ্ঠিত হইবার পর পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের [illegible]ভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ডাঃ [illegible] [illegible]তর-বর্ষে পদার্পণ

[illegible] তত হাজার টাকা দিয়া পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনাসহ বিধান পূজার ব্যবস্থা হইল। শ্রী ঘোষ দেখিলেন—বর্ষে বর্ষে ১০০০৲ হইলে লক্ষ টাকায় পৌঁছিতে বহু বর্ষ লাগিয়া যাইবে। শ্রী ঘোষ তখন প্রতি বৎসর লক্ষ টাকার চেকে পারণত করিলেন। এত টাকা বৎসর বৎসর কে বা কাহারা দেন, তাহার খবর শ্রী ঘোষ জানেন আর কাহারও জানার অধিকার নাই। প্রতি বৎসর টাকা গ্রহণ করিয়াই শ্রীঅতুল্য হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন ইহা কংগ্রেসের জন্য ব্যয় করিবে।

পশ্চিম বঙ্গ প্রতি বৎসর এই পুণ্য অর্জ্জন করার পর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সমস্ত পশ্চিম বঙ্গকেই বিহারের চরণতলে অর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কত লোক কত অনুনয় বিনয় করিল। সঙ্কল্প অটল। শাস্ত্রে বলে—

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
প্রচলতি যদি মেরু শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে,
ন টলতি খলুবাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

অর্থাৎ সূর্য্যদেব যদি পশ্চিমদিকে উদিত হন, সুমেরু পর্ব্বত যদি চলে, অগ্নিতে শীতলতা যদি সম্ভব হয়, পর্ব্বত শিখরে যদি পদ্মফুল ফুটে, তবুও সজ্জনের কথা টলে না। কতকগুলি অবাঙালী কংগ্রেসী ডাঃ রায়ের এই সৎসংকল্পে উৎসাহ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দুর্ব্বলের বল ভগবান! এমন সময়ে উত্তর পশ্চিম কলিকাতায় লোক সভার জন্য একজন M. P. র উপনির্ব্বাচন লেগে গেল। আইনজ্ঞ স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার (১) শ্রীঅশোক সেন (বর্ত্তমান কেন্দ্রের আইন মন্ত্রী), (২) শ্রীমোহিত মৈত্র এই দুই জনে সমর। শ্রীসেন কংগ্রেসী ও শ্রীমৈত্র (অকংগ্রেসী)। কয়েকদিন আগে মেদনীপুরে এক M. L. A. নির্ব্বাচনে কংগ্রেসীর পতন কুযাত্রার সূচনা করিল। কলিকাতায় কি হয়! কি হয়! কংগ্রেসী সেন বহু ভোট কম পাইয়া পপাত ধরণীতলে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কাহারও অনুরোধে নয়—এই সংবাদ শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোকমতের জয়ঘোষণা এবং তাঁহার বিহারের পদে পশ্চিম[illegible] [illegible] পরিহার করিলেন।

সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহাকে মসজিদে মসজিদে পানী খাইয়াও ভাগো ভাগো রহিল পরাণ। সত্যকথা বলিতে গেলে এই সব পদের অধিকারীরা গণতন্ত্র দেশে জনগণের বেতনভোগী সেবক, সরল ভাষায় চাকর বই অন্য কিছু নন। এদের ভাঙাগড়া ভোটারগণের হাতে। যদি সকলে মনে করে অমুককে তাড়াইব—তার অস্তিত্ব থাকিবে না। ইনি না হইলে শাসনতন্ত্র অচল হইবে ইহা বলা ভুল। এতে সেই বেতনভোগীর স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে প্রকাশ্য সভায় শ্রীদেশমুখ বলিয়াছেন বহু পদস্থ লোক চুরি করিতেছে তিনি (দেশমুখ) নিজে প্রমাণ দিয়া ট্রাইবুনাল এর সামনে তাদের চুরি প্রমাণ করিয়া দিবেন। প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী তাতে রাজী নন। বহু মন্ত্রী নাকি তাতে বিপন্ন হইবে। চোরকে আশ্রয় দান, সাহায্য করাও অপরাধ। সত্যমেব জয়তে মার্কা সরকারের চোর কর্ম্মচারীদের চুম্বন করিলে কাজ হইবে না। যাদের দণ্ড দেওয়া উচিত তাদের স্পর্দ্ধা দেওয়া নিজে অপরাধ করা। দক্ষিণ পশ্চিম কলিকাতায় লোক সভার উপনির্ব্বাচনে কমিউনিষ্ট প্রার্থীর নিকটে কংগ্রেসের তের হাজার ভোটে পরাজয় কর্ত্তাদের খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতার কুফল ভিন্ন কিছু নহে। ভোটাররা কমিউনিষ্টদের ভোট দিয়াছে কংগ্রেসের পরাজয় কামনা করিয়া কমিউনিষ্টকে বরং পছন্দ করিল। P. S. P. র ডিপজিট বাজেয়াপ্ত হইল। অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি?

স্বাদহীন, সাধহীন,
স্বাধীনদেশে বাঁচার উপায় কি?

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশিয়ে সাধারণ লোকের খাদ্য স্বাদহীন করিলেও তাঁহাদের অপরাধ হয় না।

আমরা যে সব ধাপ্পার ভুলে সাধ করেছিলাম এদের ভোট দিলে এরা অপরাধীদের গ্যাস পোষ্টে ঝুলাইবে। সে সাধ পূর্ণ না হওয়ায় সাধহীন হইয়াছি। 'শ্ব' মানে কুকুর, কুকুরের মত উচ্ছিষ্ট-ভোজী হইয়া এবং দূর! ছেই ছেই! ইত্যাদি বাক্য হজম করিয়া কুকুরেরও অধীন হইয়া দিন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহারা শপথ গ্রহণ করিয়া স্বপথ ছাড়িয়া বিপথে চলিয়া আমাদের সকল প্রাপ্য সুবিধায় বঞ্চিত করে তাহাদের ভোট দিয়া উন্নত করিয়াছি। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীরেড্ডী দক্ষিণ পশ্চিম কলিকাতার গত এম. পি, উপ-নির্ব্বাচনে বিস্মিত হইয়াছেন; তাহার পূর্ব্ব নমুনা এবং পরের ফলাফল দেখিলে তাঁর বিস্মিত মুখ স্মিত ভাব ধারণ করিবে।

ভগবানের রূপ

হরি! কোনটি তোমার
আসল নাম শুধাই তোমারে।
যে যা বলে তাতেই মিলে,
বুঝতে নারি ব্যাভারে।
শুধাই তোমারে...

তুমি কারো খোদা কারো বা হরি,
তুমি সত্যনারায়ণ, মুস্কিল আসান
আলো কর আঁধারে।
শুধাই তোমারে...

উৎকলেতে তুমি জগন্নাথ,
নদেয় দু' ভাই গৌর নিতাই,
হরি হে রোগীর তারকনাথ,
(তুমি) দ্বাদশ গোপাল, জেলের মাকাল,
বিধাতা আঁতুর ঘরে
(শুধাই তোমারে)

রাধার প্রেমে হইয়ে মাতাল,
বৃন্দাবনে বল্লে সখা যতেক রাখাল,
(তুমি) নন্দালয়ে গোপাল হ'লে
জন্মদাতা ভুল ক'রে
(শুধাই তোমারে)

বাবুর রূপ

বাবু, কোনটি তোমার আসল রূপ
শুধাই তোমারে?
তুমি যা সাজো তাই দিব্যি সাজে
বুঝতে নারি ব্যাভারে॥
স্কুল কলেজের ষ্টুডেণ্ট নামজাদা,
ফুটবল-প্লেয়ার কাউকে কেয়ার কর না দাদা,
মেসে এসে কম্যাণ্ডিং টোন
শুনাও বামুন চাকরে॥
বাবা টাকা পাঠান ফি মাসে
জানো না যে ঐ টাকাটা কোত্থেকে আসে,
...গোল্ডের চশমা ধরো
...শট সাহটের ভাণ ক'রে॥
কভু তুমি সাজো গো জামাই,
পম্পশু, ছড়ি, আংটি, ঘড়ি চুড়িদার জামায়
আবার শ্বশুর ব্যাটার কসুর হ'লে
জব্দ করো তাহারে॥

আজ তুমি সাহেবের কেরানী,
কলম পিযে তার আফিসে কেবল হয়রানি
তোমার স্বচর্ম্ম গলদ্‌ঘর্ম্ম
দশটা পাঁচটা কাজ করে

দেবতা গোঁসাই মানতে না একদম,
এখন ঠ্যালায় পড়ে ঢ্যালায় প্রণাম ভক্তি যে বিষম
আবার কালীঘাটে মায়ের পূজো
পাঠাও ফি শনিবারে॥

চলতে আগে ফুলিয়ে ছাতি,
লোকে মনে করতো—বুঝি নবাবের নাতি
তুমি 'ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট' এখন
রাঙা মুখের দরবারে॥

আগে ছিল কি টেরিকাটা
দশ আনা ছ'আনা দরে মাথার চুল ছাঁটা,
তুমি নাকের নীচে এক ফোঁটা গোঁফ—
বাড়তে দাওনি দু'ধারে॥

চিরদিন তো রইল না এ হাল—
মালুম হ'লো, যেদিন ক'সের ধানে ক'সের চাল;
ক্রমে ফ্যাসান ফ্যাসাদ হ'লো
দিলে তা তোবা ক'রে॥

ক্রমে দশা হইল কঠিন,
ছিন্ন জামায় শতেক তালি, তাও আবার মলিন
তোমার বিদ্যার আধার পেটটি দখল
করলে পিলে লিভারে॥
যখন কাচ্চাবাচ্চা হয় কতকগুলি,
তখন তো আর শুনি না সে বাদসাহী বুলি
একে তোমার দিন চলে না
কন্যাদায় আবার ঘাড়ে

কেল্‌নারেতে খেতে রিফ্রেশমেণ্ট,
হুইস্কি, বেরাণ্ডি ছিল তোমার ষ্টিমুলেণ্ট,
ক'রে স্বভাব মাটি টানো খাঁটি
তাড়ি খাও মেটে ভাঁড়ে॥

দেহ যখন চলেনাকো আর,
মনিব হুজুর বল্লে—বাবু, করো রিটায়ার,
শেষে নবযৌবন করতে প্রমাণ
ধরো গিয়ে ডাক্তারে॥

সাঙ্গ হ'লো বাবু-লীলা যে দিনে হঠাৎ,
গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম স্মরলে অকস্মাৎ,
নাই ঘাটের কড়ি, হরি হরি
শ্রাদ্ধ হয় চাঁদা ক'রে॥

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

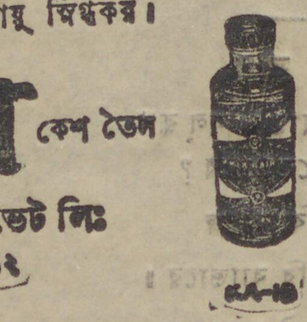

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ম" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকটিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৸০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো ওয়াশ, প্রিন্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।